পশ্চিমবঙ্গের নগর প্রশাসন : পৌরসভা ও পৌর নিগম

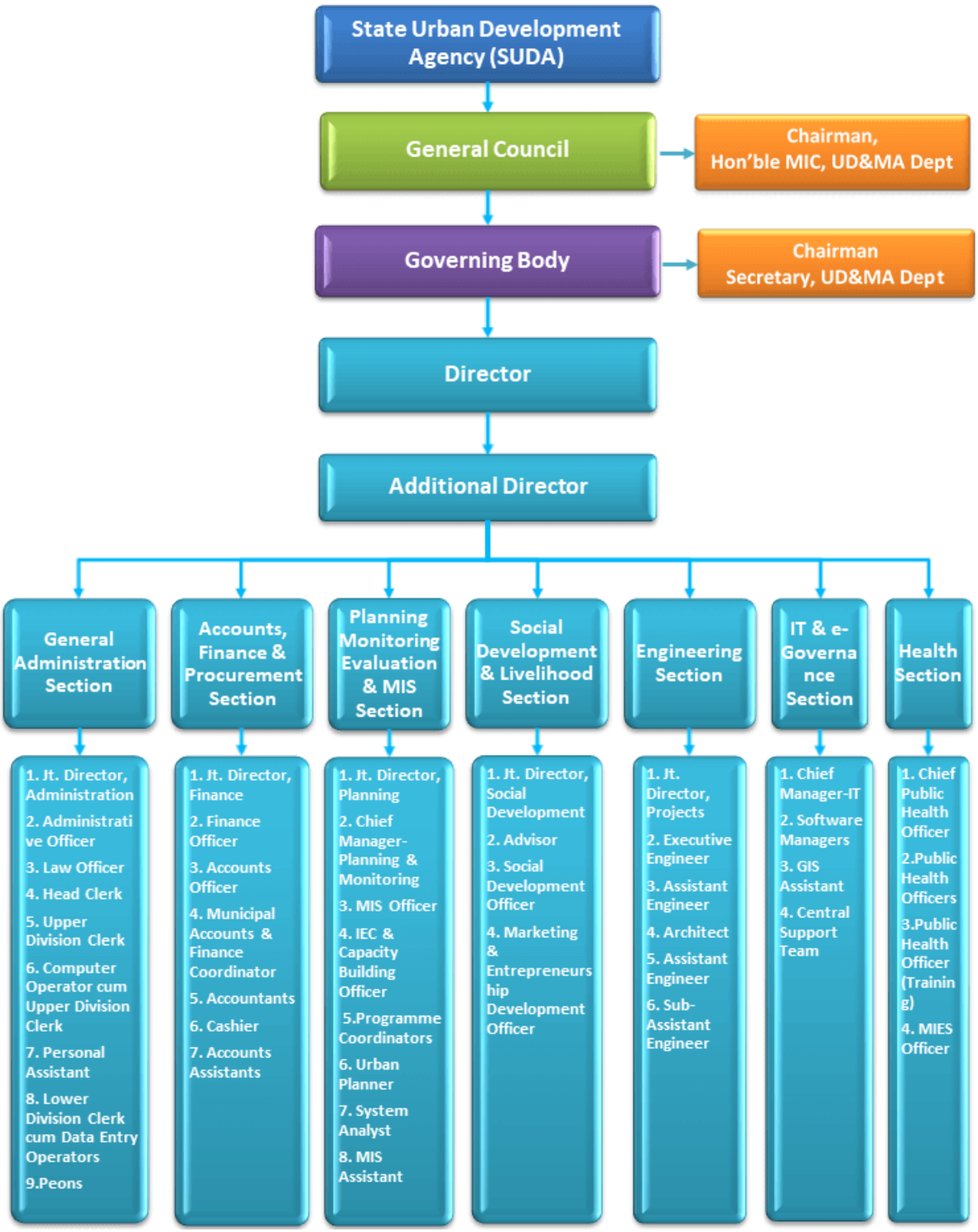

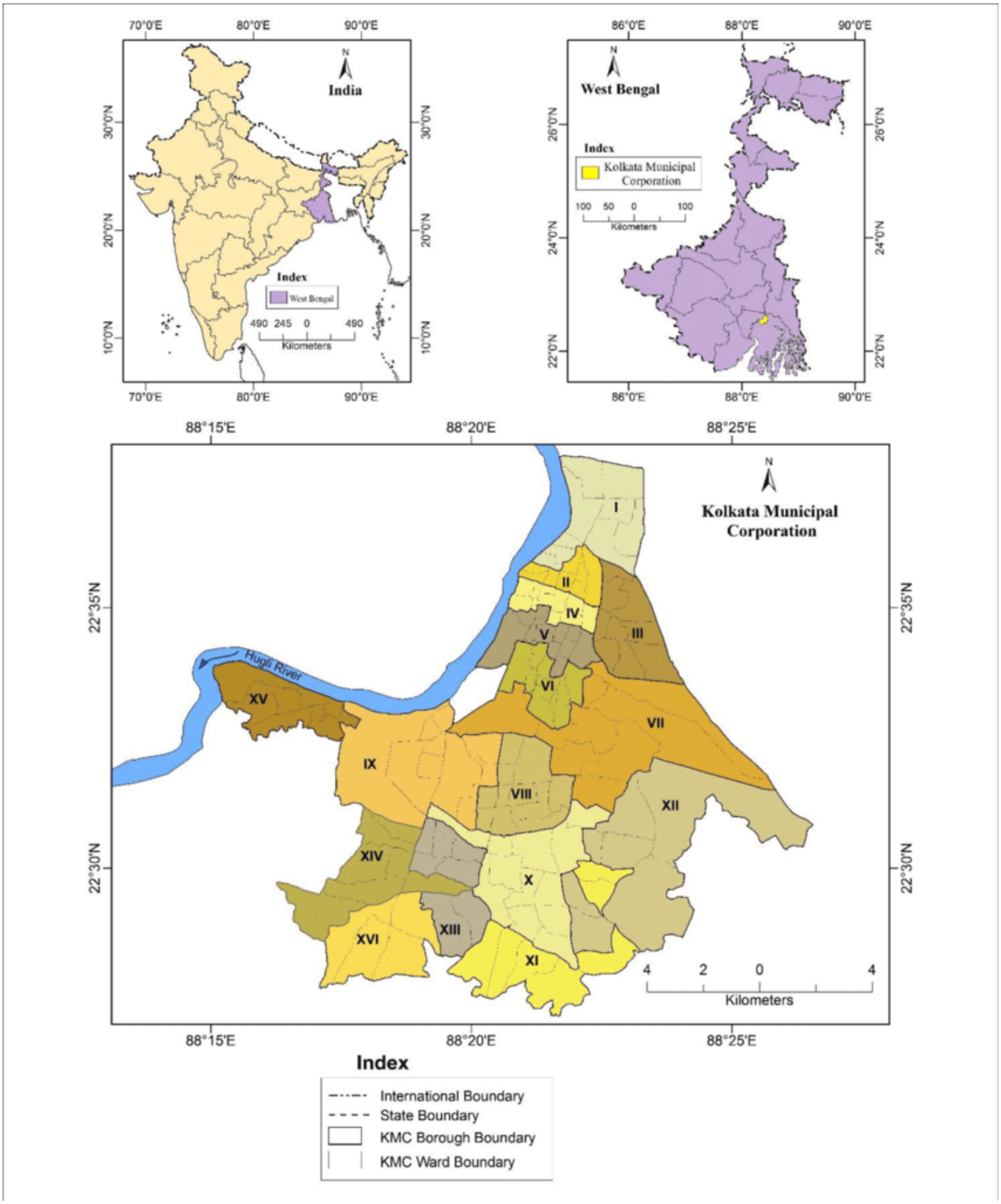
India
Index
West Bengal
490 245 0 490
Kilometers
West Bengal
Index
Kolkata Municipal Corporation
100 50 0 100
Kilometers
Kolkata Municipal Corporation
Hugli River
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
4 2 0 4
Kilometers
Index
International Boundary
State Boundary
KMC Borough Boundary
KMC Ward Boundary

KOLKATA'S GOVERNANCE STRUCTURE

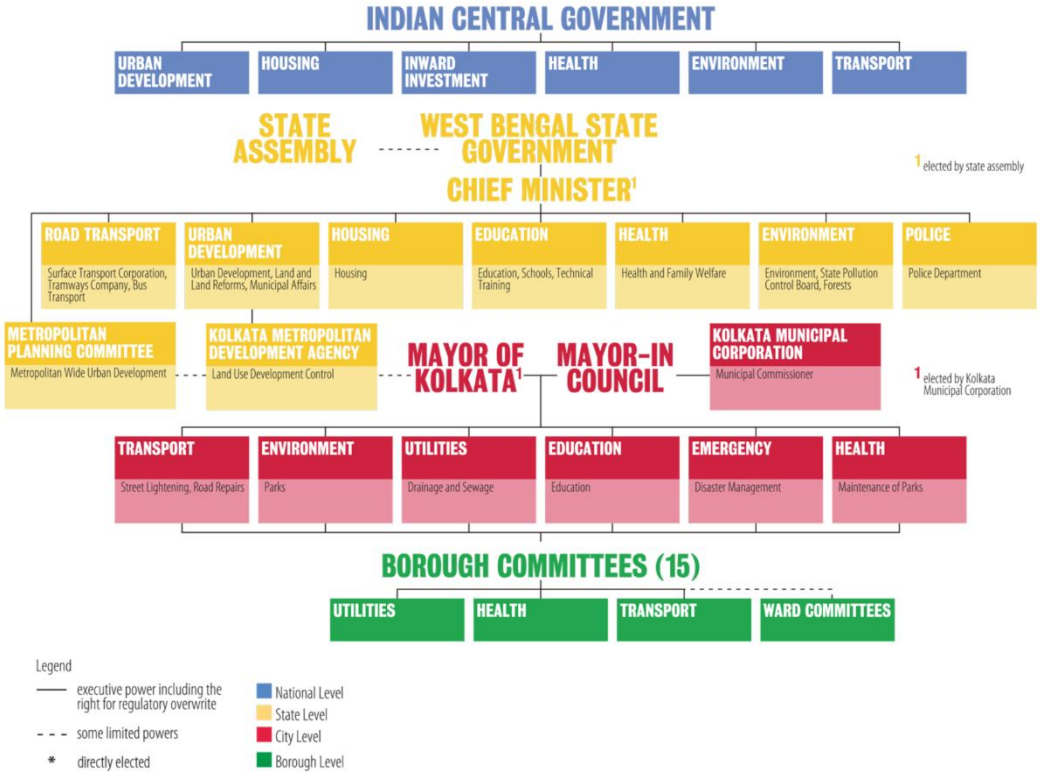

URBAN AGE, LSE CITIES (2007)
LSE Cities

LSECiti.es/u210c127d

ভূমিকা

নগর প্রশাসন আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দ্রুত নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং পরিষেবা-নির্ভর অর্থনীতির বিকাশের ফলে শহরগুলির প্রশাসনিক গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও নগরায়িত রাজ্য। এই রাজ্যে নগর শাসনব্যবস্থা মূলত **পৌরসভা (Municipality)** এবং **পৌর নিগম (Municipal Corporation)**-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

১৯৯২ সালের **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন** কার্যকর হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে নগর স্থানীয় সরকার সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে এবং নগর প্রশাসনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ জোরদার হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নগর প্রশাসনের ঐতিহাসিক পটভূমি

পশ্চিমবঙ্গে নগর প্রশাসনের ইতিহাস ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রিটিশ শাসনকালে পৌরসভাগুলি মূলত কর আদায় ও সীমিত নাগরিক পরিষেবার জন্য গঠিত হয়েছিল।
স্বাধীনতার পর রাজ্য সরকার পৌর আইন সংস্কারের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে।
বিশেষত ৭৪তম সংশোধনীর পর—

- নিয়মিত পৌর নির্বাচন
- সংরক্ষণ ব্যবস্থা
- নির্দিষ্ট কার্যাবলি ও আর্থিক কাঠামো

—নগর প্রশাসনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে নগর স্থানীয় সরকারের প্রকারভেদ

পশ্চিমবঙ্গে নগর প্রশাসন মূলত দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়—

১. পৌরসভা (Municipality)

পৌরসভা সাধারণত ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে গঠিত হয়।
এর বৈশিষ্ট্য—

- সীমিত ভৌগোলিক এলাকা
- তুলনামূলক কম জনসংখ্যা
- নাগরিক পরিষেবার মৌলিক দায়িত্ব পালন

পৌরসভাগুলি রাজ্যের নগর প্রশাসনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২. পৌর নিগম (Municipal Corporation)

বড় শহর ও মহানগরের জন্য পৌর নিগম গঠিত হয়।
এর বৈশিষ্ট্য—

- বৃহৎ জনসংখ্যা ও বিস্তৃত এলাকা
- জটিল নগর সমস্যা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব
- অধিক আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা

পৌর নিগমগুলি নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা ও পৌর নিগমের সাংগঠনিক কাঠামো

১. নির্বাচিত পরিষদ

পৌরসভা ও পৌর নিগম উভয় ক্ষেত্রেই—

- ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন
- মেয়াদ সাধারণত **৫ বছর**
- নির্বাচিত পরিষদ নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন করে

২. মেয়র/চেয়ারম্যান ও কাউন্সিল ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত Mayor-in-Council বা Chairman-in-Council ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থায়—

- মেয়র/চেয়ারম্যান হলেন প্রধান রাজনৈতিক নির্বাহী
- বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিল সদস্য থাকেন
- সমষ্টিগত নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হয়

৩. প্রশাসনিক কাঠামো

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাশাপাশি একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে—

- পৌর কমিশনার / নির্বাহী আধিকারিক
- ইঞ্জিনিয়ার, স্বাস্থ্য আধিকারিক, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি
  এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামো নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

পৌরসভা ও পৌর নিগমের কার্যাবলি

১. নাগরিক পরিষেবা প্রদান

নগর প্রশাসনের মূল দায়িত্ব হলো নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা প্রদান—

- পানীয় জল সরবরাহ
- নিকাশি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- রাস্তা ও সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- রাস্তার আলো

২. জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি—

- স্বাস্থ্য পরিষেবা
- স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা
- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ

—এই সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৭৪তম সংশোধনী অনুযায়ী নগর পরিকল্পনা পৌর প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এর মধ্যে রয়েছে—

- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা
- ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ
- অবকাঠামো উন্নয়ন

৪. সামাজিক কল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচন

পৌরসভা ও পৌর নিগম—

- নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
- মহিলা ও শিশু কল্যাণ

—বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করে।

আর্থিক কাঠামো

১. আয়ের উৎস

পশ্চিমবঙ্গে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের উৎস হলো—

- হোল্ডিং ট্যাক্স / সম্পত্তি কর
- পেশা কর
- লাইসেন্স ফি
- রাজ্য সরকারের অনুদান
- কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্প তহবিল

২. ব্যয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

আয় মূলত ব্যয় হয়—

- নাগরিক পরিষেবা
- কর্মচারী বেতন
- উন্নয়ন প্রকল্প

আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অডিট ও রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়।

৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে

১. সাংবিধানিক মর্যাদা

পৌরসভা ও পৌর নিগম সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, ফলে এদের স্থায়িত্ব বেড়েছে।

২. গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

নগর প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্ড কমিটি নাগরিক মতামত প্রকাশের একটি মাধ্যম।

৩. নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন

সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে—

- নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বেড়েছে
- তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের নগর প্রশাসনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

1. দ্রুত নগরায়নের চাপ
2. আর্থিক স্বনির্ভরতার অভাব
3. পরিকাঠামোগত ঘাটতি
4. আমলাতন্ত্র ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ের সমস্যা
5. বস্তি ও নগর দারিদ্র্য

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের নগর প্রশাসনে **পৌরসভা ও পৌর নিগম** নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক ভিত্তি প্রদান করেছে এবং নগর শাসনকে গণতান্ত্রিক করেছে। তবে ভবিষ্যতে কার্যকর নগর প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন—

- অধিক আর্থিক ক্ষমতা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা
- প্রযুক্তিনির্ভর নগর পরিষেবা
- নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ

তবেই পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলি **টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর নগর প্রশাসন** গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।